



## 12470 - রোযাদার কখন ইফতার করবেন?

### প্রশ্ন

সূর্য ডোবার পরপরই ইফতার করা উত্তম; নাকি আকাশ থেকে আলো দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুন্নত হচ্ছে- অবলিম্বে ইফতার করা; অর্থাৎ সূর্য ডোবার অব্যবহতি পরই ইফতার করা। বরং তারাগুলো উদতি হওয়া পর্যন্ত দরৌ করা ইহুদীদের কর্ম এবং শিয়া রাফযেই সম্প্রদায় তাদেরকে অনুসরণ করে আসছে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ভালভাবে সন্দ্ব্যা হওয়ার জন্য দরৌ করা রোযাদারের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। এমনকি আযান শেষে হওয়া পর্যন্তও বলিম্বে করা ঠিক নয়। কারণ এর কোনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ নয়।

সাহল বনি সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "মানুষ ততদনি কল্যাণে থাকবে যতদনি তারা অবলিম্বে ইফতার করবে"। [সহি বুখারী (১৮৫৬) ও সহি মুসলিম (১০৯৮)]

ইমাম নববী বলেন:

"এ হাদিসে সূর্য ডোবা নিশ্চিতি হওয়ার পর অবলিম্বে ইফতার করার প্রতি উৎসাহ রয়েছে। যতদনি উম্মত এ সুন্নত রক্ষা করে যাবে ততদনি তারা সুশুঙ্খল থাকবে এবং তারা কল্যাণে থাকবে। যদি তারা ইফতার করতে বলিম্বে করতে থাকে তাহলে সটো তাদের বিশুঙ্খলায় লিপ্ত হওয়ার আলামত।" [শারহে মুসলিম (৭/২০৮)]

ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ও মাসরুক আয়শো (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম: ইয়া উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন অবলিম্বে ইফতার করেন ও অবলিম্বে নামায পড়েন। অপর একজন বলিম্বে ইফতার করেন ও বলিম্বে নামায আদায় করেন। তিনি বললেন: তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অবলিম্বে ইফতার করেন ও অবলিম্বে নামায পড়েন? আমরা বললাম: আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই করতেন। [সহি মুসলিম (১০৯৯)]

সতর্কতা:



"এ যামানায় যে গর্হতি বদিতগুলো প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে রমযান মাসে ফজর হওয়ার ২০ মিনিট আগে দ্বিতীয় আযান দাওয়া এবং বাতগুলো নভিয়ে দাওয়া; যে বাতগুলো রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য পানাহার নষিদিহ হওয়ার আলামত হিসেবে রাখা হয়। যে ব্যক্তি এটি প্রবর্তন করেছে সে এই ধারণা থেকে করেছে যে, এতে ইবাদতের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। গুটি কতক মানুষ ছাড়া আর কাউকে বিষয়টি জানায় না। একই চিন্তা থেকে তারা সূর্য ডোবার কিছু সময় পরে আযান দাওয়া; তাদের ধারণা অনুযায়ী যাতা করে সময় হওয়াটা জোরদার হয়। এভাবে তারা ইফতার করতে দরী করে ও সহেরী খাওয়া আগে আগে শেষ করে সুন্নাহর বিপরীত আমল করে যাচ্ছে। তাই তাদের মাঝে কল্যাণ হ্রাস হয়েছে এবং অকল্যাণ বৃদ্ধি হয়েছে। আল্লাহই সহায়।"[ফাতহুল বারী (৪/১৯৯)]